ইত্তেফাক

তারিখ ... ২৫।৬।৮৩ ...
পৃষ্ঠা ... ১ কলাম ... ৬ ...

চতুর্থ কিস্তির পে-স্লিপে ভুলের জের

(ইত্তেফাক রিপোর্ট)

শিক্ষকদের বেতন ও কল্যাণ ভাতার চতুর্থ কিস্তির পে-স্লিপে ভুল-ত্রুটির প্রতিকার প্রার্থনার জন্য শতশত শিক্ষক দেশের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে গতকাল (বৃহস্পতিবার) ঢাকা আসিয়া শিক্ষা ভবনে ভিড় জমাইলে কর্তৃপক্ষ এক অস্বাভাবিক পরিস্থিতির সম্মুখীন হন। পরে শিক্ষা দফতরের কর্মকর্তাদের অফিস প্রাঙ্গণে টেবিল পাতিয়া অভিযোগপত্র গ্রহণ করিতে হয়। শিক্ষকদের প্রচণ্ড ভিড় মোকাবেলার জন্য যথোপযুক্ত প্রহরা ছাড়াও শিক্ষা-বিভাগের কর্তৃপক্ষ শিক্ষক ফেডারেশনের কর্মকর্তাদের সহায়তা গ্রহণ করেন।

বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জরিপের ফলাফল অনুযায়ী কর্তৃপক্ষ পে-স্লিপ প্রেরণ করিলে এই

(৮ম পৃঃ ৩-এর কঃ দ্রঃ)

পে-স্লিপে ভুলের জের

(১ম পৃঃ পর)

পরিস্থিতির উদ্রেক হয়। শিক্ষক সমিতি ফেডারেশন দাবী করিয়াছে, শতকরা ৯০ ভাগ হিসাবই ভুল হইয়াছে, মনগড়া পে-স্লিপ তৈয়ার হইতেছে. বিনা কারণে অনেক শিক্ষকের নাম বাদ দেওয়া হইয়াছে, ইচ্ছামত সিনিয়র শিক্ষককে জুনিয়র করা হইয়াছে, অনেকের স্কেল কমাইয়া গত এক বৎসরে বেশী টাকা তোলা হইয়াছে—এই অভিযোগে প্রতিষ্ঠানের মোট বিল হইতে টাকা কাটিয়া রাখা হইয়াছে।

বিভিন্ন জেলায় শিক্ষকগণ এ অবস্থায় কী সমস্যায় পড়িয়াছেন ইত্তেফাকের ময়মনসিংহ সংবাদদাতার রিপোর্টে উহা বিধৃত। সংবাদদাতা জানান, বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের শিক্ষকদের বেতন ও কল্যাণভাতা খাতে ১৯৮২-৮৩ বর্ষের চতুর্থ কিস্তির সরকারী অনুদানের অর্থ বিভিন্ন জেলার অন্ততঃ শতকরা নব্বইটি প্রতিষ্ঠানেই প্রাপ্য অর্থ অপেক্ষা অস্বাভাবিক কম যাওয়ায় শিক্ষকদের মধ্যে হতাশা দেখা দিয়াছে।

ব্যাঙ্কের মাধ্যমে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রেরিত পে-স্লিপে টাকার অঙ্কের মারাত্মক ভুল-ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়। কিছুদিন পূর্বে শিক্ষা মন্ত্রণালয় পরিচালিত জরিপ রিপোর্টের ভুল-ত্রুটির ফলে অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানের অর্থ বর্তমান কিস্তিতে কম আসিয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে। ইহাছাড়া, বর্তমান বৎসরের বিগত তিন কিস্তিতে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য ব্যাংকে যে পরিমাণ অর্থ দেওয়া হইয়াছিল, অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানই হিসাব অনুযায়ী তদপেক্ষা কম টাকা তোলে। অথচ কম তোলা সত্ত্বেও সম্পূর্ণ টাকা পূর্বে প্রদত্ত বলিয়া পে-স্লিপে উল্লেখ করিয়া বর্তমান কিস্তির অর্থ হইতে উক্ত টাকা কাটিয়া রাখা হইয়াছে। অথচ পূর্বের অনুত্তোলিত টাকা স্থানীয় ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ তাহাদের হেড অফিসে ইতিপূর্বেই ফেরত দিয়াছে বলিয়া এখন সেই টাকা দিতে ব্যাংক অপারগতা প্রকাশ করিতেছে। ময়মনসিংহের ধানীখোলা উসমানিয়া হাইস্কুলে বর্তমান কিস্তিতে কোন অর্থ বরাদ্দ না করিয়া সম্পূর্ণ অর্থ পূর্বে প্রদত্ত বলিয়া জানাইয়া দেওয়া হয়। কিশোরগঞ্জ আজিমুদ্দিন উচ্চ বিদ্যালয়ে বর্তমান কিস্তিতে প্রায় ৩০ হাজার টাকার মধ্যে বরাদ্দ করা হইয়াছে মাত্র ১০ হাজার টাকা।

ইহাছাড়া, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা পরিদপ্তরের মহাপরিচালক প্রদত্ত বিজ্ঞপ্তিতে পে-স্লিপে অসংগতি থাকিলে উক্ত পরিদপ্তরকে সংশোধনের জন্য অবহিত করার জন্য মাত্র ৭ দিনের সময় দেওয়া হইয়াছে। ইহা মোটেই পর্যাপ্ত নয় বলিয়া বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান প্রধানগণ মনে করেন।

এমতাবস্থায় সংশোধিত হিসাব অনুযায়ী বরাদ্দকৃত অর্থ ঈদের পূর্বে প্রদানের ব্যবস্থা না করা হইলে শিক্ষকদের পক্ষে এই দুর্মূল্যের বাজারে ঈদ করা সম্ভব হইবে না।

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা পরিদপ্তরের মহাপরিচালক ব্রিগেডিয়ার শামসুল ইসলামের সমীপে লিখিত আবেদনে শিক্ষক সমিতি ফেডারেশন সভাপতি মওলানা এম, এ, মান্নান ২০শে রমজানের মধ্যে দেশের সকল শিক্ষকের হাতে সঠিক হিসাব নিকাশের মাধ্যমে পৌছানোর দাবী জানাইয়া এ ব্যাপারে যাবতীয় সহযোগিতার আশ্বাস দিয়াছেন। ফেডারেশন গত তিন কোয়ার্টারের টাকা যেভাবে দেওয়া হইয়াছে সেইভাবে চতুর্থ কোয়ার্টারের টাকা প্রদানের আহ্বান জানায়।